**সাম্যের কবি নজরুল**

**সুপ্তি মৈত্র**

**প্রভাষক (গণিত)**

**শহীদ জননী মহিলা মহাবিদ্যালয়,নাজিরপুর,পিরোজপুর।**

বাংলা সাহিত্যের জগৎ হাজার ও নক্ষত্রের আভায় দীপ্তমান। তবে যার লেখনীতে মানবতার জয়ধ্বনি, তারুণ্যের আবেদন, অসুন্দরের ভিত কাঁপিয়ে সত্য, সুন্দর, মঙ্গল ও বাঙালি জাতির গীতময়তার প্রকাশ পেয়েছে। তিনি কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি আমাদের জাতীয় কবি। তাঁর মানুষ কবিতাই বারবার মানুষের মহিমায় অনুরণিত হয়েছে –

‘ গাহি সাম্যের গান

মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই,

নহে কিছু মহীয়ান

নেই দেশ - কাল- পাত্রের ভেদ অভেদ ধর্মজাতি

সব দেশে সব কালে ঘরে - ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।

কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের জাতীয় কবি এটা আমাদের অত্যন্ত গর্বের বিষয়। তার কবি সত্ত্বায় বিচিত্রতার সমাবেশ সত্যিই মোহিত হওয়ার মতো। বাংলার মানুষের বিদ্রোহী আত্মা ও বাঙালির অসাম্প্রদায়িক ঐতিহাসিক সত্তার রপকারই কাজী নজরুল। সাম্রাজ্যবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে নজরুলের অগ্নি - মন্ত্র বাঙালি জাতির চিত্তে জাগিয়েছিল মরণজয়ী প্রেরণা, আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হওয়ার সুকঠিন সংকল্প।

কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন সর্বহারার কবি। তিনি সাম্যবাদী কবি। তার কবিতাই বারবার মানুষের মহিমায় অনুরণিত হয়েছে –

“ সাম্যের গান গাই

যত পাপী তাপী সব মোর বোন, সব হয় মোর ভাই। ’’ [ “পাপ” কাজী নজরুল ইসলাম ] ভারতবর্ষে একদিকে যখন স্বাধীনতার আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠেছিল, অন্যদিকে তখন হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা চরম আকার ধারণ করেছিল। নজরুল তখন কবিতায় লিখেছেন –

“ হিন্দু না ওরা মুসলিম?

ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?

কান্ডারী বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার।’’

এভাবে তিনি হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতির মিলনমন্ত্র রচনা করে গেছেন। নজরুলের কাব্য তাই হিন্দু -মুসলমানের মিলন তীর্থ। নজরুল ইসলামের রচনাবলি কোরআন, পুরান,হাদিস বেদের,গভীর জ্ঞান, আরবি, ফারসি সংস্কৃতের দুর্লভ ভান্ডার। অসাম্প্রদায়িক চিন্তা -চেতনা তার সাহিত্যধারাকে আরও বেশি মূল্যবান করে তুলেছে। অসাম্প্রদায়িক চেতনা নিয়েই তিনি লিখেছেন –

 ‘ হিন্দু আর মুসলিম মোরা দুই সহোদর ভাই

এক বৃন্তে দুটি ফোটা ফুল এক ভারতে ঠাঁই। ’

নজরুলের বিদ্রোহ যেমন পরাধীনতার বিরুদ্ধে, তেমনি তাঁর বিদ্রোহ সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধেও। তার দৃষ্টিতে সমস্ত সামাজিক বিভেদই কৃত্রিম ও মিথ্যে। তার কথায় –

‘ ও কি চন্ডাল। চমকাও কেন? নহে ও ঘৃণ্য জীব

ও হতে পারে হরিশ্চন্দ্র, ওই শ্মশানের শিব।’

কাজী নজরুল ইসলাম তার নারী কবিতায় নারী পুরুষের মধ্যে যে কোন বৈষাম্য নেই তাই বলেছেন।

‘ সাম্যের গান গাই-

আমার চক্ষে পুরুষ রমনী কোন ভেদাভেদ নাই।

বিশ্বে যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর,

অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।’

১৩৪৯ বঙ্গাব্দের ৩রা বৈশাখ নবযুগ পত্রিকায় কাজী নজরুল একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন প্রবন্ধের শেষের দিকে নজরুলের ভাষ্যই ছিল ‘জয়বাংলা’। যেখানে কবি রচনা করেন “ বাংলা বাঙালির হোক! বাংলার জয় হোক! বাঙালির জয় হোক।’’ বাংলার জয় হোক আর ‘জয়বাংলা’ অর্থগত দিক থেকে একই অর্থ প্রকাশ করে। এতে ধর্মীয় চেতনা নেই। নজরুল এই জাতীয় চেতনা ধারণ করেছেন। সেখানে ছিল সাম্যের চেতনা।

বাংলা সাহিত্যে নজরুল ইসলাম এক বিস্ময়কর প্রতিভা। তিনি মানবতার কবি, সাম্যের কবি, বিদ্রোহের কবি। তিনি আমাদের আশীর্বাদ, আমাদের গর্ব, আমাদের অহঙ্কার।

কাজী নজরুল ইসলাম যেমন মানবতার গান গেয়েছেন তেমনি সমাজে নারী -পুরুষের সমান অবস্থানের কথাও বলেছেন। নজরুল ইসলাম জানতেন মানব সমাজের উন্নতি কল্পে নারী পুরুষ একে অপরের সাথে মিলেমিশে আছে। কবি নারী কবিতায় বলেছেন –

‘ তাজমহলের পাথর দেখেছ, দেখিয়াছ তার প্রাণ?

অন্তরে তার মোমতাজ নারী, বাহিরেতে শা-জাহান।’

বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে গভীর যোগ ছিল। দুজনই ছিলেন অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী। নজরুল তাঁর কবিতায় ব্যাতিক্রমী অনেক শব্দ ও বিষয় ব্যবহার করেছেন। তিনি তাঁর সৃষ্টি কর্মে হিন্দু – মুসলিম মিশ্র ঐতিহ্যের পরিচর্যা করেন।

কবি সর্বহারা ও সাম্যবাদী কবিতা গুচ্ছে সামাজিক সাম্য ও দরিদ্রের অধিকারের কথা বলেছেন। যেমন ‘ কুলি-মজুর' কবিতায় তিনি বলেছেন, শ্রমজীবী মানুষের শ্রমের বিনিময়ে সভ্যতা গড়ে উঠেছে। সুতরাং সভ্যতার পরিচালকা শক্তি তাদের হাতে ন্যস্ত থাকার কথা-

“ সিক্ত যাদের সারা দেহ-মন মাটির মমতা রসে।

এই ধরনীর তরনির হাল রবে তাহাদেরি বশে। ’’

তিনি আরও বলেছেন,

“ মানুষে – মানুষে সব ধর্মীয় এবং জাতিগত ব্যবধান ঘুচে গেছে।

যেখানে মিশেছে হিন্দু বৌদ্ধ মুসলিম খ্রিস্টান

পারস্য, জৈন, ইহুদি, সাঁওতাল, ভিল, গারো।

কারণ, মানুষের হৃদয়ের চেয়ে বড় মন্দির – কাবা নাই। ” এবং

“ মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান। ”

কবির দৃষ্টিতে ভিখারি, চাষী, চন্ডাল, রাখাল মানুষ হিসেবে সবাই একটাই পরিচয়। বিচিত্র নামের আড়ালে এসব কবিতার মূলে আছে মানব প্রেম এবং শ্রেণি নির্বিশেষে সামাজিক সাম্য। এই হলো নজরুলের সাম্যবাদী চিন্তার স্বরূপ। কবি নজরুলের হৃদয়ে ছিল অফুরন্ত মানবপ্রেম। তার চিন্তা ছিল মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ থাকবে না। সব মানুষই খেতে পাবে। ধনী দরিদ্র সব মানুষই সমান।

দরিদ্র মোর পরমাত্মীয় কবিতায় সর্বহারাদের প্রতি কবি গভীর সহমর্মিতা প্রকাশ করেছেন। কবি নজরুল ইসলাম যে সাম্যবাদী আর্দশে বিশ্বাসী ছিলেন তা তার লেখনীতে তুলে ধরেছেন। তিনি যে একজন প্রকৃত সাম্যবাদী কবি ছিলেন তার কবিতা ও গানে দেখতে পাই। কবির মন ছিল অত্যান্ত কোমল, মানুষের সামান্যতম দুঃখ কষ্টকে তার হৃদয়ে বেদনার রেখাপাত করে গেছে। যা আমরা কবির লেখা থেকেই সহজে বুঝতে পারি। চরম দরিদ্রতা তাকে কষাঘাতে নিষ্পেষিত করেছে। তিনি তার কবিতায় অতি সহজ ভাবে সমাজের খেটে খাওয়া মানুষের কথা তুলে ধরেছেন। তিনি জীবনকে সমাজকে আপন আয়নায় দেখে ছবির মত করে তুলে ধরেছেন তার লেখনীতে।

কৈশোরেই নজরুলের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক মানসিকতার ভিত্তি গড়ে ওঠে যা পরবর্তী সময়ে তাকে সাম্যবাদী হতে পথ মসৃণ করে দেয়। সাম্যবাদীরাই অসম্প্রদায়িক তাইতো কবি নজরুল ও ছিলেন অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক মূর্ত প্রতীক। তিনি মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ খুঁজে পাননি। তার কাছে কোন জাত-পাত ছিল না। সকল মানুষকে শুধু মানুষ পরিচয়ে তিনি দেখেছেন। তাই তিনি কবিতায় লিখেছেন –

“ সকল কালের সকল দেশের সকল মানুষ আসি

এক মোহনায় দাঁড়াইয়া শুন এক মিলনের বাঁশী।’’

১৯৪২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি, অর্থাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ার সাড়ে চার মাস আগে প্রকাশিত কবিতায় কবি বলেছেন –

“ রবে না দারিদ্র রবে না অসাম্য।’’

কবি নজরুল হিন্দু মুসলমানকে সমান চোখে দেখতেন এবং এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অটুট মৈত্রী কামনা করতেন। হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতির মিলন মন্ত্র রচনা করে কবি কাজী নজরুল ইসলাম গেয়েছেন –

“মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান।

মুসলিম তার নয়ন-মণি, হিন্দু তাহার প্রাণ।।”